প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

প্রশ্নপত্র ফাঁস : ৮ জেলায় পরীক্ষা স্থগিত

● তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক নিয়োগের আট জেলার লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এই অভিযোগ তদন্তে চার সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মো. আলমগীরকে কমিটির প্রধান করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আশরাফুল ইসলাম পরীক্ষা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পরীক্ষা : স্থগিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাংবাদিকদের বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে এসব জেলার পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে পরীক্ষা বাতিল করা হবে। তদন্ত কমিটি শিগগিরই প্রতিবেদন দেবে বলেও জানান তিনি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, প্রশ্ন ফাঁস হওয়া আট জেলার মধ্যে ময়মনসিংহ, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার ও নারায়ণগঞ্জ অন্যতম। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে প্রায় সাত হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগে গত ২ জুলাই বিজ্ঞপ্তি দেয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এরপর শিক্ষক নিয়োগে গত ৮ নভেম্বর সারাদেশের এক হাজার ৩৬২টি কেন্দ্রে লিখিত পরীক্ষা হয়। এতে ৯ লাখ ৬৮ হাজার ১২৭ জন প্রার্থী অংশ নেয়। পরীক্ষার আগের রাতে দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠলে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে।

আশরাফুল ইসলাম বলেন, দেশে কয়েকটি সেটের প্রশ্নে পরীক্ষা হয়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় যে সেটের প্রশ্ন দেয়া হয়েছিল তা ফাঁস হয়েছে বলে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আছে। এই সেটে যেসব জেলায় পরীক্ষা নেয়া হয়েছে সেই জেলাগুলোর পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে সব জেলার নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি তিনি। তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান বাদে দেশের অন্য জেলা থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।